আমি স্যারের সরাসরি ছাত্র নই। আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে এসেছিলাম ২০০৮ এ ১লা ডিসেম্বর। যোগ দেবার কয়েকদিনের মধ্যেই সেমিনার। তখন অনেক ঘন ঘন বিভিন্ন সেমিনার হত। দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজনের বিরতি। আমি একেবারেই নতুন এবং 'বহিরাগত' তাই দাঁড়িয়ে রয়েছি একটু একলা। হঠাত দেখি পিঠে একটা হাত পড়ল, Hey... পিছন ফিরে দেখি এক সৌম্য দর্শন মানুষ স্মিত হেসে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। জিজ্ঞেস করলেন আমার কথা, আমার আগ্রহের কথা, আমার গবেষণার কথা। আস্তে আস্তে সেই দিনের প্রথম পরিচয় থেকে আলাপ বাড়ল। যখনই দেখা হত সেই স্মিত হাসি, বা খুব মজার কিছু শুনলে উষ্কিত হাসিতে ভরে যেত আমাদের 4th floor এর প্যাসেজ। কখনও বিকেল ৬-৬ঃ৩০ টা তেও ওনার ঘরে আলো জ্বলত, নিবিষ্ট মনে কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছেন, পড়ছেন, ভাবছেন। বাড়ি ফিরব, উনি রয়ে যাবেন, তাই ওনার রুমের swing door ঠেলে ওনার সেই ধ্যান ভাঙ্গিয়ে goodbye বল্লে চোখ তুলে তাকিয়ে সেই স্মিত হাসি..

উনি বিভাগে যোগ দেন ১৯৭৮এ। ইতিহাস বিভাগের সে এক স্বর্ণযুগ (সবটাই ওনাদের মুখে শোনা)। অমলেশ ত্রিপাঠীরা সবাই আলো করে রয়েছেন। ডিপার্টমেন্ট তখন UGC র Special Assistance পেয়েছে। গড়ে উঠল Special Assiatance library আমি বা আমরা যাকে 'সমীরদার লাইব্রেরি' বলেই বেশি চিনতাম। তাতে হাজার তিনেক বই থরে বিথরে সাজান। অনেক পরে ২০১২-১৩ তে অনিচ্ছা এবং কিঞ্চিত আপত্তি সত্ত্বেও যখন সেই লাইব্রেরি সেন্ট্রাল লাইব্রেরি তে মিশে গেল, পড়ে রইল কিছু কাঠের আলমারিতে স্যারদের তৈরি করা 'ফাইল', তখন একদিন অপরাহ্নে প্রফেসর ভাস্কর চক্রবর্তী আর প্রফেসর বাসুদেবন সেই ১৯৭৮-৭৯ তে ডিপার্টমেন্ট এর লাইব্রেরি গড়ে তোলা, তার বই বাছাই, সেই 'ফাইল' গুলো বানানোর ইতিহাস বিবৃত করেছেন গল্পের ছলে। এই 'ফাইল' এর মধ্যে রাখা থাকত স্যার রা যা পড়াবেন তার reading material। স্যার industrial revolution পড়াতেন, তার জন্য বহু প্রবন্ধের photocopy রাখতেন যাতে ছেলে মেয়েদের পড়াশুনা সহজ হয়। কি পরম মমতায় ওঁরা সবাই মিলে এই কর্মযজ্ঞে সামিল হয়েছিলেন তার কথাই বলছিলেন বিন্দুমাত্র জাহির না করে।

ডিপার্টমেন্টকে বড্ড ভালবাসতেন। ২৫ এপ্রিল দুপুর ১২ টায় ওনার ফোন বেজে উঠেছিল, সেই পরিচিত 'Hey Shouvik, I want to congratulate you all...' কেন? কিংশুকের কাছ থেকে খবর পেয়েছেন অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও আমরা ছেলে মেয়েদের কাছে এই lockdown এর মধ্যেও কিভাবে পাঠ্য বস্তু ছেলেমেদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি তার কথা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানলেন তার খুঁটিনাটি। সিলেবাস রিভিশন চলছে, Russian History, Russian Revolution এর সিলেবাস নিয়ে কিছু কথা হল। ওনার সুচিন্তিত মতামত দিলেন। বাংলায় ভাল প্রবন্ধ লিখে wikipedia তে দিলে বাংলা মাধ্যমের ছেলেমেয়েদের সুবিধা হয়, আরো বিভিন্ন বিষয়... প্রায় ঘন্টা খানেক কথা শেষে ফোন রাখার কিছুক্ষণের মধ্যে আবার ফোন! You know Shouvik, I couldn't find the material in the university website. পরে আবার ৩ঃ৫৮ তে ওনার text message 'Got your material. But it only appears we teach only medieval India, fascism and the industrial revolution....' প্রতি নিয়ত নজর রাখতেন কেমন ভাবে পড়ানো হচ্ছে তার উপর। এমনকি ওনাকে ক্লাসের বাইরে দাঁড়িয়ে পড়ানো শুন্তেও দেখেছি।

শুধু কি তাই? প্রতি ২৫ ডিসেম্বরে স্যার সাথে করে কেক নিয়ে আসতেন, নিজের হাতে কেটে সবাইকে খাওয়াতেন প্লেটে সাজিয়ে, সঙ্গে শিরিনদির আনা কেক জুটে যেত আমাদের ভাগ্যে। আমাদের ডিপার্টমেন্ট এর উপরেই ছিল IDSK র অফিস। সেখানে সাফাই এর কাজ করত বিনোদ। university র payroll এ নয়, নেহাত casual. সাথে আমাদের বিভাগেও কাজ করে দিয়ে যেত। আমাদের উপর দায়িত্ব ছিল সামান্য কিছু contribute করার। সেই টাকা নেবার দায়িত্ব নিজের কাঁধেই স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছিলেন প্রফেসর বাসুদেবন...। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। যে মমতায় ছেলেমেদের পড়ানোর জন্য reading material file বন্দী করেছেন, সেই একই রকম meticulously বিনোদের জন্যেও টাকা তুলে দিয়েছেন।

একটা মরমী মন, পিঠে আলতো চাপ দিয়ে 'Hey... বলার মানুষটাকে খুঁজবে সবাই। যদি দেখা পাই জিজ্ঞেস করব '... জীবন এত ছোট ক্যেনে?'

প্রফেসর বাসুদেবন এর আকস্মিক প্রয়াণে আমরা অনেকেই হতবাক, বাক্রুদ্ধ। স্যারের অকৃত্রিম বন্ধু প্রাক্তন সংস্কৃতি মন্ত্রকের সচিব জহর সরকার The Wire অনলাইন পত্রিকায় বন্ধুর প্রয়াণে এক মর্মস্পর্শী আবেগমথিত বিদায়গাথা লিখেছেন "Hari Vasudevan: Historian, Gentleman and Beloved Teacher". তার উপসংহারে তিনি লিখছেন "Hari Vasudevan was among the last few upholders of a dying legacy at Calcutta University, to enrich the faculty with teachers from 'outside the state'. How he managed to thrive for a full four decades in the present, increasingly parochial era remains a wonder. But he did so with elan, holding his own among rather argumentative Bengalis spluttering loudly in Bangla, while Hari kept talking in his soft proper English, laced with his very sweet, accented Bengali". লেখকের প্রজ্ঞা প্রশ্নাতীত, এবং তার বক্তব্য নিয়েও আমার কোন দ্বিধা নেই, কিন্তু 'How he managed to thrive for a full four decades in the present, increasingly parochial era remains a wonder...' এই অংশ নিয়ে আমার একটা নিযস্ব বক্তব্য রয়েছে। কি করে স্যার চার দশকের বেশি সময় ধরে নিজেকে ছাত্রছাত্রী, গবেষক আর সতীর্থদের কাছে অপরিহার্য, অনিবার্য করে রাখতে পারলেন, এত ভালবাসার দাবিদার হয়ে উঠলেন সেই বিষয়ে কিছুটা নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে চাইছি, 'দুঃখ ভাগ করে নিলে কমে, আর আনন্দ ভাগ করে নিলে বাড়ে' এই বিশ্বাসে।

স্যারের সাথে শেষ দুবছর Russian Revolution বিষয়ক কোর্স ভাগ করে নেবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। কথায় কথা বাড়ে, তাই বলছি ছোট্ট করে। ব্যাপারটা এই যে রুশ বিপ্লবের শতবার্ষিকীতেই এমন পরিস্থিতি দাঁড়াল যে রুশ বিপ্লবের উপর কোর্স বন্ধ হবার উপক্রম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ফরমান জারি করেছেন super annuated teacher রা আর পড়াতে পারবেন না। স্যার Professor Emeritus, তাই আপাতত কোন সমস্যা না হলেও অদূর ভবিষ্যতে এই কোর্স বন্ধ হবে কারণ প্রফেসর বাসুদেবন ছাড়া এই কোর্স পড়ানোর সামর্থ্য বা যোগ্যতা কারুর নেই। আমরা কমিউনিজম অ্যান্ড ইটস ট্রাজেক্টোরিস ইন ইন্ডিয়া' নামে একটা কোর্স পড়াতাম। স্যারের এই কোর্স সম্মন্ধে আগ্রহ ছিল। আমার কাছে উত্তরাধিকার সুত্রে ভারতে কমিউনিস্ট আনদলনের উপর একটি প্রামাণ্য গবেষণা গ্রন্থ আমেরিকান গবেষকদ্বয় Windmiller & Overstreet এর লেখা Communism in India আছে শুনে অনুরোধ করলেন 'আমাকে দাও, আমি কপি করে নেব। কয়েকদিন বাদে দেখি উনি শুধু নিজের নয়, আমাদের জন্যেও ফোটকপি করে বাঁধিয়ে এনেছেন। এটা প্রায় textbook এর মত বলে খুব সুবিধে হয়েছিল (আমার কাছে এই বই এর দু কপি ছিল, যার মধ্যে একটি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কেউ নিয়ে আর ফেরত দেয় নি)। তো যে কথা হচ্ছিল, উনি একদিন ঋত্তিকার ঘরে ঢুকে আমাকে আর ঋত্তিকাকে বললেন Russian Revolution কোর্সটা স্যারের সাথে share করবার জন্য। সে বছর রুশ বিপ্লবের শতবার্ষিকীতে বিভিন্ন সেমিনারে বলতে হচ্ছিল, যার মধ্যে একটা বিষয় ছিল ভারতের রাজনীতিতে, রাজনৈতিক দলগুলির কর্মকান্ডে রুশ বিপ্লবের প্রভাব, যেমন গান্ধী, নেহেরু, জয়প্রকাশ নারায়ন থেকে শুরু করে মিনু মাসানি ইত্যাদি। স্যারকে বলতে শুরু করাতে খুব মন দিয়ে শুনলেন, এর পাশাপাশি শিব্রাম চক্রবর্তীর 'মস্কো বনাম পন্ডিচেরি'র কথাও উঠল। শুনতে শুনতে উনি খুব উৎসাহিত এবং উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। এর আগে কমিউনিজম পড়াতে গিয়ে আমরা Persits এর একটি প্রামাণ্য গবেষণা ব্যবহার করতাম যেখানে ভারতে বিপ্লবী এবং সোভিয়েত রুশ সরকারের সম্পর্কের ইতিহাস বিবৃত আছে। সেটা ওঁর কাছ থেকেই ঋত্তিকা ফোটোকপি করিয়েছিল বহু আগে। উনি animated ভঙ্গীতে বলতে শুরু করলেন একটা সম্পূর্ণ নতুন বিষয়ের কথা। নবীন

সোভিয়েত সরকার তখন অস্তিত্বের জন্য মরণবাঁচন গৃহযুদ্ধে লিপ্ত। মস্কো থেকে বহু দূরে এই আফগানিস্তান, ইরানের সীমান্তবর্তী এলাকায় নিজের কথা প্রচার করবে কি করে? তারা রেডিওগ্রাম ব্যাবহার করা শুরু করল। ওবেয়েদুল্লা সিন্ধির মত বিপ্লবী মৌলবির সাহায্যে তারা রেডিও বার্তা দিতে থাকল, যে কমিউনিজম এই এলাকার মানুষ, তাদের জীবন শৈলী এবং ধর্ম বিশ্বাসের বিরোধী নয়। স্যার যখন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইন্সিটিউট এর নির্দেশক ছিলেন তখন এক গবেষিকা সেই রেডিওগ্রামের কপি মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন মহাফেজখানা ঘেঁটে কিভাবে নিয়ে এসেছে তার কথা বললেন, আর তার সাথে থাকল কিছু anecdotes, স্যারের নিযস্ব ভঙ্গিমায়। সেই আলোচনা করতে করতেই তিনি বললেন যে রুশ বিপ্লবের যে সাবেক ছাঁচে তিনি পড়াতেন তার কিছু পরিবর্তন করা তাঁর প্রয়োজন বলে মনে হয়েছে আর তাই রুশ বিপ্লবের কি প্রভাব পড়ছে বিভিন্ন দেশে বিশেষত ভারতে তার একটা অংশ সংযোজন করা দরকার। সেদিনই ঠিক হল আমিও রুশ বিপ্লবের কিছু অংশ পড়াব।

২৫ এপ্রিল যেদিন স্যারের সাথে শেষবারের মত কথা হল সেদিন syllabus revision এর প্রসঙ্গ উঠতে তিনি বিশদে কারণ দর্শালেন, সেটা বলার জন্যই এই লেখা। ওনার বক্তব্য ছিল ৮০, ৯০ এর দশকে যখন এই কোর্স পড়ান হত তখন ছাত্র ছাত্রী দের মধ্যে একটা অংশ থাকত যারা কেবল ইংরেজি নয়, অন্য দু একটা বিদেশি ভাষাও জানত বা শেখার আগ্রহ দেখাতো। এদের একটা অংশ বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য চলে যেত। স্যারেরই ছাত্রী Choi Chatterjee রুশ ভাষা শিখে সেখানকার মহাফেজখানায় বসে প্রমাণ্য গবেষণা করেছেন। যেহেতু তারা বিদেশে যেত তাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তার সাথে সাযুজ্য রেখে syllabus তৈরি করতে হয়েছিল। এখনকার ছেলেমেয়েদের ভাষাগত দক্ষতা বা প্রয়োজন অনেকটাই আলাদা। রুশদেশের বিপ্লবের ইতিহাসের খুঁটিনাটি জানার থেকেও তাদের যদি ভারতের ইতিহাসে রুশ যোগাযোগ এর বিষয়গুলি উপস্থাপনা করা যায় তাহলে মনের খোরাক, চিন্তার খোরাক বেশি মিলবে, অনেকেই গবেষণার নতুন বিষয় খুঁজে পাবে কারণ এখন অধিকাংশই ভারতের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করতে আগ্রহী। এই আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে স্যার বিষয় এবং বিষয়ী দুটো নিয়েই ভাবিত ছিলেন। কি পড়াচ্ছি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমন কাকে পড়াচ্ছি, এবং কিভাবে পড়াচ্ছি সেটাও গুরুত্বপূর্ণ। Pedagogy নিয়ে স্যারের চিন্তার কারণ হয়ত সেই টেক্সটবই এর সাথে যোগাযোগ কিন্তু তার থেকেও বড় ব্যাপার হল প্রতি মুহূর্তে নতুন দিক নিয়ে ভাবা নতুন দিক নিয়ে চিন্তা করা। তাই জহর সরকার increasingly parochial era তে স্যার কি টিকে রইলেন ভেবে আশ্চর্য হলেও আমি হই নি। স্যার প্রতি মুহূর্তে ভেঙ্গেছেন, বদলেছেন। তাই সেদিন সেই ফোনালাপে বলেছেন বাংলায় প্রবন্ধ লেখার কথা। একটু অনুযোগের সুরে বলেছেন 'জান, তামিলে কিন্তু wikipedia তে ভাল প্রবন্ধ থাকে'। বড় দায়িত্ব দিয়ে গেলেন, স্যারের এই চিন্তা কে মূর্ত করে তোলার চেষ্টা থাকবে নিরন্তর।

জহর বাবু তাঁর প্রবন্ধে আর একটা জরুরি কথা বলেছেন। স্যারের স্ত্রী তপতিদি, তপতি গুহ ঠাকুরতা বা তাঁর মেয়ে মৃণালিনী কি যন্ত্রণা পাচ্ছেন তার তল খুঁজে পাওয়া যাবে না। সত্যই তো, আমরা নেহাত অনাত্মীয় হয়েই যদি এত কষ্ট পাই তাহলে নিকটাত্মীয়ের কাছে এই বিয়োগব্যাথা অসহ্য। তার উপর করোনা আক্রান্ত হওয়ার ফলে বিধি নিষেধের কারণে একমাত্র কিংশুক ছাড়া আর কেউই ওনাকে সঙ্গ দিতে পারি নি, তপতিদিরা তো বাধ্যতামূলক ভাবে অন্তরীণ। ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছিল এই কথা ভেবে যে স্যারকে তো বিদায় জানানো হল না। তারপর অকস্মাৎ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের একটা গল্প বা স্মৃতিচারণের কথা মনে পড়ে গেল। শীর্ষেন্দুর মুখোপাধ্যায়ের ছেলেবেলার কথা। ওঁরা তখন উত্তর বঙ্গে থাকেন, একান্নবর্তী পরিবারে ছোট কাকা অসুস্থ, মরণাপন্ন। একদিন শেষের সময় এল। বাড়িতে কান্নার রোল উঠেছে। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের দাদু বাড়ির দালানে বসেছিলেন, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের বাবারা এসে ওনাকে ভিতরে ডেকে নিয়ে গেলেন। কাকা তখন খুব অস্থির, তিনি বারবার বলছেন 'আমায় তোমরা একটা ভাল কথা বল'। কেউ স্বান্তনা দেবার জন্য বললেন, 'তুমি

চিন্তা কোর না, আমরা তোমার স্ত্রী, সন্তানকে দেখব'। শুনে তিনি আরো রেগে গেলেন, 'সে তো জানিই, কিন্তু ভরা সংসার ফেলে এটা তো আমার যাবার সময় নয়, তোমরা আমায় একটা ভাল কথা বল...' পিতা এসে বসলেন শিয়র প্রান্তে, মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে বললেন, 'প্রিয়নাথ, আমাদের আবার দেখা হবে'। প্রিয়নাথের কষ্ট কমে গেল, উনি চিরদিনের মত ঘুমিয়ে পড়লেন। স্যারের এই ভাবে চলে যাওয়াটা যখন কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না তখন মনে হল কেউ যেন বলল 'আবার দেখা হবে', do svidaniya (বিদায়), do zaftra (আবার দেখা হবে)। 'প্রিয়নাথের' মতই আমার অশান্ত মনটা স্থির হয়ে গেল.....